আসবাবপত্র নির্বাচন, বিন্যাস ও গৃহসজ্জা

ইউনিট ৮

ভূমিকা

গৃহকে আরামদায়ক, আকর্ষণীয় ও ব্যবহার উপযোগী করার জন্য আসবাবপত্র প্রয়োজন। আসবাবপত্র ব্যতীত খালি গৃহে মানুষ বসবাস করতে পারে না। গৃহকে ব্যবহার উপযোগী ও আকর্ষণীয় করার জন্য দামী আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় না। কমদামী আসবাবপত্র দিয়েও রুচিশীলভাবে গৃহকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। এর জন্য প্রয়োজন সৌন্দর্য জ্ঞান ও শিল্পমানের। পরিকল্পিত উপায়ে আসবাবপত্র নির্বাচন, ক্রয় ও বিন্যাস করলে এবং ঠিকমত যত্ন নিলেই গৃহকে আকর্ষণীয় ও শান্তির নীড়ে পরিণত করা যায়। গৃহসজ্জায় শুধু আসবাবপত্রই যথেষ্ট নয়। গৃহের সৌন্দর্য, আরাম, নিরাপত্তা, প্রশান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজন আনুষঙ্গিক সামগ্রী। এজন্য পর্দা, কার্পেট, শতরঞ্জি, দেয়ালসজ্জা, পুষ্পসজ্জা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে গৃহকে সজ্জিত করা হয়। এতে সদস্যদের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি গৃহ সুন্দর ও নান্দনিক হয়ে ওঠে। পরিবারের সদস্যদের সুস্থ, সুন্দর মানসিকতা গঠনে এবং রুচিশীল জীবনযাপনে অভ্যস্ত করতে গৃহ পরিসরের এই সৌন্দর্যবোধ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৮.১ : আসবাবপত্র নির্বাচন
পাঠ - ৮.২ : আসবাবপত্র বিন্যাস
পাঠ - ৮.৩ : আসবাবপত্রের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ
পাঠ - ৮.৪ : গৃহসজ্জায় আনুষঙ্গিক উপকরণ
পাঠ - ৮.৫ : পুষ্পবিন্যাস
ব্যবহারিক
পাঠ - ৮.৬ : গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি
পাঠ - ৮.৭ : পুষ্পবিন্যাস

পাঠ-৮.১ আসবাবপত্র নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আসবাবপত্র নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- আসবাবপত্র নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

আসবাবপত্র নির্বাচন

পরিবারের প্রয়োজন বা চাহিদা মেটানোর জন্যই আসবাবপত্র নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। আসবাবপত্র নির্বাচনের সময় কতগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হবে। যেমন-

১। পরিবারের আয়
২। আসবাবের মূল্য
৩। প্রয়োজনীয়তা
৪। উপযোগিতা
৫। নকশা
৬। স্থায়িত্ব
৭। আবহাওয়া
৮। নমনীয়তা ও আরাম
৯। পরিবারের আকার ও কাঠামো
১০। পেশা
১১। যত্ন নেয়ার সুবিধা-অসুবিধা
১২। কক্ষের আকার আয়তন

১। **পরিবারের আয় :** আমাদের দেশে বিত্ত অনুসারে পাঁচ ধরনের পরিবার দেখা যায়। উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। পরিবারের আয় অনুসারে আসবাবপত্র নির্বাচন করতে হয়।

২। **আসবাবের মূল্য :** আসবাবপত্রের মূল্য নির্ভর করে উপকরণ, নির্মাণ কৌশল ও কারুকাজের ওপর। বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে আসবাব তৈরি করা হয়। যেমন-কাঠ, বেত, ধাতু, প্লাস্টিক, ফোম, স্প্রিং, কাপড়, রেক্সিন ইত্যাদি। কাঠের তৈরি গদিওয়ালা আসবাবের দাম বেশি। প্লাস্টিকের আসবাবের দাম তুলনামূলকভাবে কম।

৩। **প্রয়োজনীয়তা :** প্রয়োজন অনুসারে আসবাব ক্রয় করতে হবে। পুরাতন আসবাবপত্র সামান্য মেরামত করে বা রং/পালিশ করে ব্যবহারে উপযোগী করা গেলে অযথা আসবাবপত্র ক্রয় করে অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয় না।

৪। **উপযোগিতা :** একই আসবাব যদি একের অধিক কাজে ব্যবহার করা যায় তাহলে উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। যেমন- বসার কাজে সোফা ব্যবহৃত হয়। সোফা শোওয়ার কাজেও ব্যবহার করা যায়। কাঠের বক্স বা বাক্সের ভিতর প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা যায় আর উপরে গদি দিয়ে বসার কাজে ব্যবহার করা যায়। খাবার টেবিল পড়াশুনা ও ইস্ত্রি করার কাজেও ব্যবহার করা যায়।

৫। **নকশা :** এমন নকশার আসবাব নির্বাচন করতে হবে যাতে ময়লা কম হয় এবং সহজে পরিষ্কার করা যায়। বেশি কারুকার্য করা আসবাবপত্রে ময়লা জমে এবং পরিষ্কার করতে অনেক সময় ব্যয় হয়।

৬। **স্থায়িত্ব :** কী উপকরণ দিয়ে আসবাবটি তৈরি তার উপর স্থায়িত্ব নির্ভর করে। যেমন- বেতের চেয়ে কাঠের আসবাবপত্রের স্থায়িত্ব বেশি। প্লাস্টিকের আসবাবের দাম কম, কাঠের তুলনায় এর স্থায়িত্বও কম।

৭। **আবহাওয়া :** আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ধুলাবালি বেশি। আসবাবে ধুলা বেশি পরে। তাই গদিওয়ালা ভারি আসবাব আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত নয়। গদিতে ধুলা জমলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

৮। **নমনীয়তা ও আরাম :** আসবাব নমনীয় ও আরামদায়ক হতে হবে। নমনীয়তার অর্থ হচ্ছে যা সহজে স্থান পরিবর্তন করা যায়। আসবাবের উচ্চতা, আয়তন ও গভীরতার উপর আরাম নির্ভর করে।

৯। **পরিবারের আকার ও কাঠামো :** পরিবারের সদস্য সংখ্যা, বয়স ও ছেলেমেয়ের সংখ্যা অনুসারে পরিবারের কাঠামো বিভিন্ন হয়। পরিবার বড় হলে বেশি আসবাবের প্রয়োজন হয়।

১০। **পেশা :** পেশার উপর কর্মতৎপরতা নির্ভর করে। যেসব পরিবার বদলিজনিত কারণে ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করে তাদের হালকা আসবাব ব্যবহার করা আবশ্যক। ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের ফলে আসবাব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়।

১১। **যত্ন :** বেশি কারুকার্য করা ও গদিওয়ালা আসবাবের যত্ন বেশি নিতে হয়। ফরমিকা লাগানো আসবাবের যত্ন নেয়া সহজ।

১২। **কক্ষের আকার আয়তন :** কক্ষের আকার ও আয়তন বিবেচনা করে আসবাব ক্রয় করতে হবে। বড় আকারের কক্ষের জন্য বড় আসবাব ও ছোট আকারের কক্ষের জন্য ছোট আসবাব নির্বাচন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার গৃহের আসবাবপত্র নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

গৃহে বসবাস করতে হলে আসবাবপত্র প্রয়োজন। আসবাবপত্র যাতে গৃহে বসবাসকারী সদস্যদের জন্য ব্যবহার উপযোগী, প্রয়োজনীয় ও সামর্থ অনুয়ায়ী যথাযথ হয় সেজন্য আসবাবপত্র নির্বাচনের সময় কতগুলো বিষয় বিবেচনা করা উচিত। যেমন-পরিবারিক আয়, আসবাবপত্রের মূল্য, প্রয়োজনীয়তা, উপযোগীতা, নকশা, স্থায়িত্ব, নমনীয়তা, আরামদায়কতা, যত্ন নেয়ার সুবিধা, স্থানীয় আবহাওয়া, পরিবারের আকার ও কাঠামো, কক্ষের আকার ও আয়তন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গদিযুক্ত আসবাবপত্র আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত নয় কেন?
ক) মূল্য বেশি খ) উপযোগিতা কম
গ) ধুলা জমলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ঘ) আরামদায়ক নয়

২। বাসগৃহের আসবাবপত্র নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় হলো-
i) আসবাবপত্রের স্থায়িত্ব ii) আসবাবপত্রের নকশা iii) পরিবারের সদস্য সংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
রাহুল সাহেবের বদলির চাকরি। গৃহের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের সময় তিনি একথাটি সবসময় মনে রাখেন।

৩। রাহুল সাহেব কোন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয় করেন?
ক) হালকা খ) ভারি গ) বড় আকৃতির ঘ) গদিযুক্ত

৪। রাহুল সাহেবের এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ-
i) তার পরিবারের আকার বড় ii) তাকে ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করতে হয় iii) উপযোগিতা বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i ও iii

পাঠ-৮.২ আসবাবপত্র বিন্যাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কক্ষে আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় লক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- গৃহের বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস কেমন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাসগৃহের বিভিন্ন কক্ষের আসবাবপত্র বিন্যাসের যুক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গৃহ পরিবেশকে আরামদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আসবাবপত্র যথাযথভাবে বিন্যাস করতে হবে। সুন্দর সাজানো গোছানো গৃহ পরিবেশে মন ভালো থাকে, ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, পরিবারের সদস্যদের রুচি ও মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় কতগুলো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। কক্ষের আকার ও আয়তন : কক্ষের আকার ও আয়তনের সাথে মিল রেখে আসবাব বিন্যাস করতে হবে।

২। কক্ষের ব্যবহার : কক্ষের ব্যবহার অনুসারে আসবাব বিন্যাস করতে হবে।

৩। চলাচল : আসবাব বিন্যাসের পর কক্ষে চলাচলের যাতে কোন সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪। দলভুক্ত : এক জাতীয় আসবাব এক সাথে বিন্যাস করতে হবে। যেমন : খাবার টেবিল, চেয়ার, ফ্রিজ, থালা বাসন রাখার সেলফ বা আলমারি এক জায়গায় রাখতে হবে।

৫। জায়গার পূর্ণ ব্যবহার : গৃহের মধ্যের জায়গার সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। আসবাব বিন্যাস করার সময় যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করা যায় ও দরজা জানালা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কক্ষে দেয়াল আলমারী বানালে মেঝের জায়গা বেড়ে যায়। বারান্দায় টি টেবিল বসিয়ে বিকালের আড্ডাসহ নাস্তার আয়োজন করা যায়।

৬। চাহিদা : আসবাবপত্র বিন্যাস যেন পরিবারের সদস্যদের চাহিদা ও পছন্দ মাফিক হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭। ঘর্ষণ রোধ : আসবাব বিন্যাসের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দেয়ালে ঘষা না লাগে। যেমন-চেয়ার থেকে উঠার সময় যদি চেয়ারটি দেয়ালে ঘষা লাগে তাহলে দেয়ালে ও চেয়ারের পেছনে দাগ পরে ও খারাপ দেখায়।

বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস

শয়নকক্ষ: শয়নকক্ষকে মাস্টার বেড বলা হয়। শয়নকক্ষে খাট, আলমারি, টিভি, ড্রেসিং টেবিল, ওয়্যারড্রব, চেয়ার ইত্যাদি থাকে।

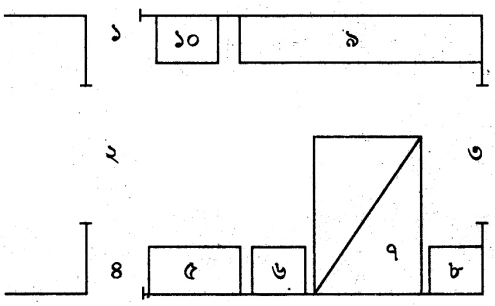

চিত্র ৮.২.১ (ক) : শয়নকক্ষের আসবাব বিন্যাস

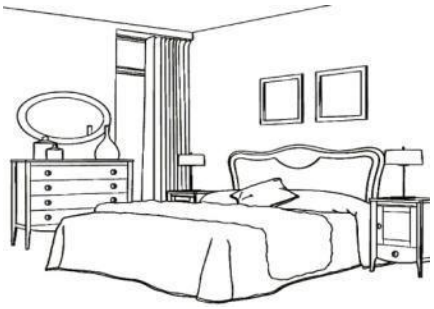

চিত্র ৮.২.১ (খ) : শয়নকক্ষের আসবাব বিন্যাসের চিত্র

১) কক্ষে প্রবেশ পথ ২ ও ৩) জানালা ৪) বাথরুমের দরজা ৫) ওয়্যারড্রব ৬) চেয়ার/টুল ৭) খাট ড্রেসিং টেবিল ৮) সাইড টেবিল ৯) দেওয়াল আলমারি ১০) টিভি ।

বসার কক্ষ : বসার কক্ষ সামাজিকতা রক্ষার স্থান। এখানে অতিথি আপ্যায়ন করা হয়। গল্প করা হয়। এই স্থানে বসার ব্যবস্থা রাখা হয়। যেমন- চেয়ার-টেবিল, সোফা, মোড়া ইত্যাদি রাখা হয়। গ্রামাঞ্চলে বাড়ির বাইরের ঘরটি বৈঠকখানা বা বসার কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

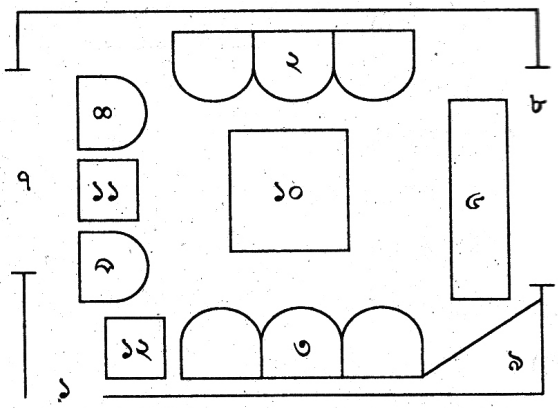

চিত্র ৮.২.২ (ক) : বসার কক্ষের আসবাব বিন্যাস

চিত্র ৮.২.২ (খ) : বসার কক্ষের আসবাব বিন্যাসের চিত্র

১. প্রবেশ পথ, ২ ও ৩. বড় সোফা, ৪ ও ৫. ছোট সোফা, ৬. ডিভান, ৭ ও ৮. জানালা, ৯. কর্ণার শোকেস, ১০. সেন্টার টেবিল, ১১ ও ১২. সাইট টেবিল।

বসার ঘরে আসসাবপত্র বিন্যাসের নিয়ম

১। বড় সোফা বড় দেয়াল ঘেষে রাখতে হবে।

২। বড় সোফার বিপরীতে ছোট সোফা রাখতে হবে, যাতে মুখোমুখি বসে আলাপ করা যায়।

৩। বসার রুমে বুক সেলফ ও শোকেস থাকলে সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে।

৪। বসার ঘরকে আকর্ষণীয় করার জন্য বড় টব রাখা যায়।

বসার ঘর সব সময় সোফা দিয়েই সাজাতে হবে তা নয়। বেত. প্লাস্টিক, রডের তৈরি চেয়ার দিয়েও বসার কক্ষ সাজানো যায়। চেয়ারের উপর ১৪"×১৪" বা ১৬"×১৬" সাইজের পিলো সুন্দর ডিজাইন করে রাখলে ঘরের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায় ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

খাবার কক্ষ : রান্নার কক্ষে খাবার টেবিল চেয়ার, খাবার রাখার সেলফ, ফ্রিজ রাখা হয়।

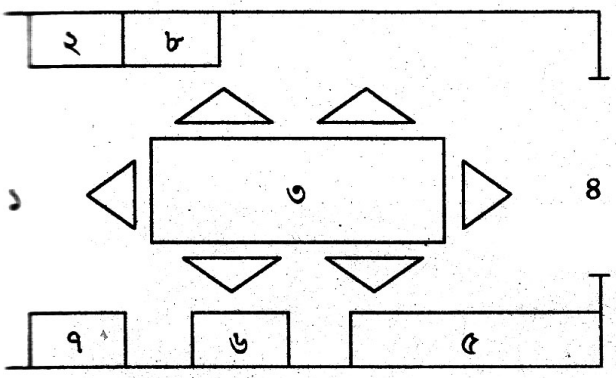

চিত্র ৮.২.৩ (ক) : খাবার কক্ষের আসবাব বিন্যাস

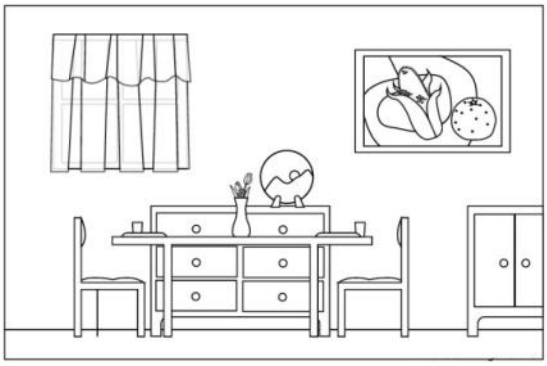
চিত্র ৮.২.৩ (খ) : খাবার কক্ষের আসবাব বিন্যাসের চিত্র

১. প্রবেশ পথ, ২. ফ্রিজ, ৩. খাবার টেবিল ও চেয়ার, ৪. জানালা, ৫. ডিনার ওয়াগন, ৬. ওভেন, ৭. পানির ফিল্টার, ৮. ট্রলি।

শহরের ফ্ল্যাট বাসায় চলাচলের উন্মুক্ত স্থানে খাবার টেবিল রাখার জায়গা থাকে। গ্রামাঞ্চলে বড় বারান্দার সাইডে বা শয়নকক্ষের এক সাইডে খাবার টেবিল রাখা হয়। টেবিল যেখানেই রাখা হোক না কোন চেয়ারগুলো যাতে ঠিকমত ব্যবহার করা যায় এবং চেয়ারে বসা ও বের হওয়ার সময় দেয়ালে ঘষা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

রান্না ঘর : রান্না ঘরে রান্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন-হাঁড়ি, পাতিল, থালা বাসন, বটি, ছুরি ইত্যাদি থাকে। রান্না ঘরটি খাবার ঘরের কাছাকাছি হলে ভালো হয়।

চিত্র ৮.২.৪ (ক) : শহরের আধুনিক রান্নাঘর

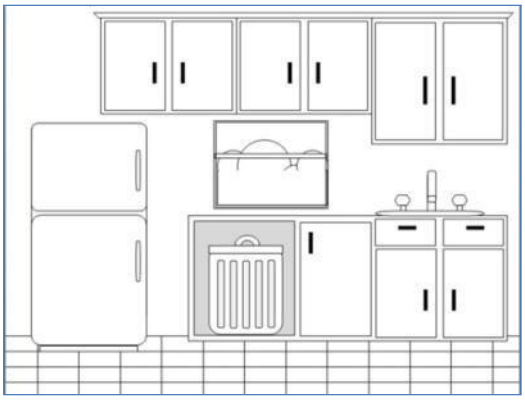

চিত্র ৮.২.৪ (খ) : শহরের আধুনিক রান্নাঘর

গ্রামাঞ্চলে মাটির চুলায় রান্না করা হয় রান্না ঘর বাড়ির এক সাইডে থাকে। অনেক সময় খোলা স্থানেও রান্না করা হয়। সেগুলোতে রান্নার জিনিসপত্র রাখার জন্য ভাড়ার ঘর বা খাবার ঘরকে ব্যবহার করা যায়।

ভাঁড়ার ঘর : ভাড়ার ঘর রান্না ঘরের পাশেই থাকে। ভাঁড়ার ঘরের বড় বড় কৌটা, চাল, ডাল, ধামা ভরা ধান, বড় বড় হাড়ি পাতিল রাখা হয়। ভাঁড়ার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, যাতে ইদুঁর, পোকা জন্মাতে না পারে। গ্রামাঞ্চলের ভাঁড়ার ঘরে সারা বছরের ধান, গম, ডাল, মসলা ইত্যাদি সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ভাঁড়ার কক্ষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে গুছিয়ে জিনিসপত্র রাখলে প্রয়োজনের সময় সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট হয় না।

সর্বশেষে বলা যায় আসবাবপত্র বিন্যাসের উপর ব্যবহার ও কাজের সুবিধা নির্ভর করে। সুন্দর পরিপাটি গৃহ পরিবেশে মন ভালো থাকে। কাজ করেও আনন্দ পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি শহুরে রান্নাঘরের আসবাবপত্র বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে দেখান।

সারাংশ

গৃহ পরিবশেকে আরামদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আসবাবপত্রের যথাযথ বিন্যাস অত্যন্ত জরুরী। আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় কক্ষের আকার ও আয়তন, কক্ষের ব্যবহার, চলাচল, স্থানের যথাযথ ব্যবহার। আসবাবারে শ্রেণিকরণ বা দলভুক্তকরণ চাহিদা ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কক্ষ ব্যবহারের বিভিন্নতার কারণে শয়নকক্ষ, বসার ঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি কক্ষের আসবাবপত্রের প্রকৃতি ও বিন্যাস একেক রকম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সোফা, শোকেস, বড় টব, সেন্টার টেবিল ইত্যাদি আসবাবপত্র কোন কক্ষে বিন্যাস করা হয়?
ক) শয়নকক্ষ খ) বসার ঘর
গ) পড়ার ঘর ঘ) খাবার ঘর

২। আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় বিবেচনা করা উচিত-
i) আসবাবপত্রের মূল্য ও পারিবারিক আয়
ii) কক্ষের আকার-আয়তন ও ব্যবহার
iii) চলাচলের সুবিধা ও আসবাবের দলভুক্তকরণ
নিচের কোন উত্তরটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ঘ) ii ও iii

৩। কোন কক্ষ সামাজিকতা রক্ষার স্থান?
ক) শয়ন কক্ষ খ) বসার কক্ষ
গ) খাবার ঘর ঘ) রান্না ঘর

পাঠ-৮.৩ আসবাবপত্রের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের যত্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- কাঁচ বা ফাইবার এর যত্ন কীভাবে নিতে হয় তা বলতে পারবেন;
- বেত ও বাঁশ এর আসবাবপত্রের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- লোহা ও স্টিল এবং প্লাস্টিক ও নাইলন আসবাবপত্রের যত্ন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- পিতল, ব্রোঞ্জ ও কাঁসার যত্ন নেয়ার কৌশল লিখতে পারবেন;
- কাপড় ও ফোমের গদির যত্ন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

গৃহকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে কেবল আসবাবপত্র ক্রয় ও বিন্যাসই যথেষ্ট নয়, এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ বা যত্ন আবশ্যক। আমরা বাড়িতে কাঠ, বাঁশ, বেত, লোহা, স্টীল, প্লাস্টিক, কাঁচ, ফর্মিকা, ফাইবার ইত্যাদি উপাদান দিয়ে তৈরি আসবাব ব্যবহার করি। এসব উপাদানের তৈরি আসবাবের যত্ন নেওয়ার পদ্ধতিও আলাদা। নিম্নে বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরি আসবাবারে যত্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

কাঠের তৈরি আসবাবের যত্ন

আমাদের দেশে সুন্দরী, সেগুন, কাঁঠাল, শিশু, শিলকড়ই ইত্যাদি কাঠ আসবাব তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। কাঠের আসবাবের যত্ন ঠিক মত না নিলে আসবাবের পলিশ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আসবাবের উজ্জ্বলতা কমে যায় এবং ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

- কাঠের আসবাব নরম সুতি কাপড় দিয়ে মুছতে হবে।
- ভেজা কাপড় দিয়ে আসবাব মোছা যাবে না। তাতে পলিশ নষ্ট হয়ে যায় এবং উজ্জ্বলতা কমে যায়।
- কাঠের আসবাবে কারুকার্য করা থাকলে নরম ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- কাঠের তৈরি টেবিলের উপর ফুলদানি, গ্লাস ইত্যাদি রাখার সময় নিচে ম্যাট বা অয়েল ক্লথ ব্যবহার করতে হয়।

কাঁচ বা ফাইবার গ্লাস এর তৈরি আসবাবের যত্ন

বর্তমানে আসবাবে কাঁচ বা ফাইবার গ্লাসের ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। টেবিলের উপরিভাগে, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, শোকেসে কাঁচ ব্যবহার করা হয়।

- সপ্তাহে একবার লিকুইড ক্লিনার স্প্রে করলে কাঁচ খুব স্বচ্ছ দেখায়।
- গ্লাস ভিজা কাপড় দিয়ে মোছা হলে কাপড়ের আঁশ কাঁচের উপর লেগে থাকে। পানি শুকিয়ে গেলে পরিষ্কার নরম ও শুকনো কাপড় দিয়ে মুছলে চকচকে দেখায়।

বেত ও বাঁশ এর তৈরি আসবাবের যত্ন

বেত ও বাঁশ দিয়ে চেয়ার টেবিল, খাট, চৌকি তৈরি করা হয়। বেতের তৈরি আসবাবের ফাঁকে ফাঁকে ময়লা জমে। ব্রাশ দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে হয়। বেত ও বাঁশের আসবাবের উপর রং করলে অনেক টেকসই হয় ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

লোহা ও স্টিল এর তৈরি আসবাবের যত্ন

আমাদের দেশের লোহা ও স্টিলের আসবাবের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। লোহা ও স্টিল দিয়ে খাট, সোফা, ডাইনিং টেবিল চেয়ার, আলমারি, শোকেস, সেলফ তৈরি করা হয়। লোহার উপর রং করা থাকলে সহজে মরিচা বা জং ধরে না, পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছলেই চলে।

প্লাস্টিক ও নাইলন এর তৈরি আসবাবের যত্ন

প্লাস্টিক ও নাইলনের তৈরি আসবাব সুতি কাপড় দিয়ে মুছলেই পরিষ্কার দেখায়। এ ধরনের আসবাবপত্র সাবান পানি দিয়ে মুছে পরিষ্কার করা যায়।

ফরমিকার তৈরি আসবাবের যত্ন

ডাইনিং টেবিল ও সোফার সেন্ট্রাল টেবিলে ফরমিকা ব্যবহার করা হয়। ভেজা কাপড় দিয়ে মুছলেই ফরমিকা পরিষ্কার দেখায়।

পিতল, ব্রোঞ্জ ও কাঁসার তৈরি আসবাবের যত্ন

আসবাবপত্রে অনেক সময় পিতল, ব্রোঞ্জ ও কাঁসার পাত লাগানো থাকে। বিশেষ করে অনেক পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী আসবাবে ধাতব পাত লাগানো থাকে। আবার পিতল ও কাঁসার বড় ফুলদানি বসার কক্ষে রাখা হয়। ধাতব আসবাব লেবু বা তেঁতুল পানি ব্রাশের সাহায্যে ঘষে ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করা যায়। এতে উজ্জ্বল দেখায়।

কাপড় ও ফোমের গদির তৈরি আসবাবের যত্ন

সোফা, বিছানা, চেয়ার ইত্যাদির উপর ফোম ও কাপড়ের গদি থাকে। গদিতে অনেক ধুলা জমে। প্রতিদিন পরিষ্কার করলে ধুলা জমে থাকতে পারে না। গদি লাগানো আসবাবে কভার ব্যবহার করলে গদি পরিষ্কার থাকে। কভার খুলে ধুয়ে ফেলে পরিষ্কার করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যত্নের উপরই আসবাবের স্থায়িত্ব ও ঘরের সৌন্দর্য নির্ভর করে। তাই নিয়মিত আসবাবের যত্ন নেয়া আবশ্যক।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার গৃহে কোন কোন উপকরণ দিয়ে তৈরি আসবাবপত্র আছে। তার একটি তালিকা তৈরি করুন। কীভাবে এসব আসবাবের যত্ন নেয়া যায়?

সারাংশ

আসবাবপত্রের সঠিক যত্ন না নিলে তা খুব সহজেই অনাকর্ষণীয় হয়ে পড়ে এবং গৃহের সৌন্দর্য হানি ঘটে। তাই আসবাবপত্র নির্বাচন ও বিন্যাসের সাথে সাথে এর যথাযথ যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। কাঠ, বেত, বাঁশ, কাঁচ, ফাইবার লোহা, স্টিল প্লাস্টিক, নাইলন, পিতল, ব্রোঞ্চ, কাঁসা, কাপড়, ফোম ইত্যাদি নানা ধরনের উপাদান দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি হয়ে থাকে। এসবের প্রকৃতি যেমন পৃথক তেমনি যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিও পৃথক। আসবাবপত্রের উপকরণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর যত্ন নিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কাঠের তৈরি আসবাবপত্র যত্ন নিতে কী করতে হয়?

ক) নরম সুতি শুকনা কাপড় দিয়ে মুছতে হয়

খ) লিকুইড ক্লিনার স্প্রে দিয়ে মুছতে হয়

গ) কাপড় দিয়ে মুছে ময়লা পরিষ্কার করতে হয়

ঘ) লেবু বা তেঁতুল পানি ব্রাশ দিয়ে ঘষে ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হয়

২। বেত ও বাঁশের তৈরি আসবাবপত্রের যত্ন নিতে হয়-

i) ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা ময়লা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে

ii) কিছুদিন পরপর রং করে

iii) মাঝে মাঝে ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে

নিচের কোন উত্তরটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i ও iii

পাঠ-৮.৪ গৃহসজ্জায় আনুষঙ্গিক উপকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহসজ্জায় আনুষঙ্গিক উপকরণের নাম বলতে পারবেন;
- গৃহসজ্জায় পর্দা ব্যবহারের উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- গৃহে কার্পেট, পাটি, শতরঞ্জি ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গৃহে দেয়ালসজ্জার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

গৃহসজ্জায় আনুষঙ্গিক উপকরণ

গৃহের সৌন্দর্য, আরাম ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আসবাবপত্রের সাথে সাথে আরো কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয়। যেমন- পর্দা, কার্পেট, আলপনা, দেয়ালসজ্জা, পুস্পবিন্যাস ইত্যাদি।

পর্দা

পর্দা ঘরের আব্রু রক্ষা করে ও নিরাপত্তা দেয়। রোদ ও ধুলাবালি থেকে গৃহকে রক্ষা করে। পর্দা বিভিন্ন ডিজাইনের হয়। আবার বিভিন্ন প্রিন্ট, মোটা ও পাতলা কাপড়ের পর্দা বাজারে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের পর্দার উদাহরণ-

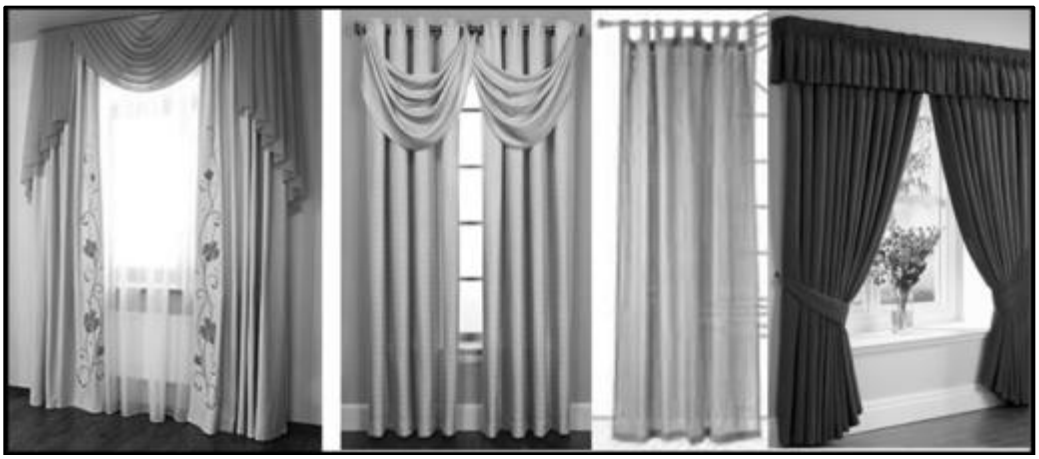

চিত্র ৮.৪.১ : বিভিন্ন ধরনের পর্দা

- মাপ : পর্দার নির্দিষ্ট মাপ রয়েছে। পর্দার চওড়া মাপ হবে জানালা বা দরজার দ্বিগুণ। এতে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।
- লম্বা মাপ : মেঝের থেকে পর্দা ৬" উপরে থাকে। অনেকে জানালায় দরজার সমান একই মাপের পর্দা ব্যবহার করে এতে ঘরের সৌন্দর্য বাড়ে কিন্তু ব্যয় বেশি হয়। লম্বা পর্দায় ঘরকে বড় দেখায়।
- নকশা : পর্দা বিভিন্ন নকশা বা ডিজাইনের হতে পারে। এক পার্টের পর্দা, দুই পার্টের পর্দা, উপরের ঝালরসহ পর্দা, পাতলা পর্দা, ভারী পর্দা, এক রংয়ের পর্দা বা প্রিন্টের পর্দা ইত্যাদি যেমনই হোক না কেন লক্ষ্য রাখতে হবে পর্দা যেন ঘরের আকার, আয়তন, আসবাবপত্রের রং, আকৃতি ও প্রকৃতির সাথে মানানসই হয়। ঘরের আসবাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করলে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

কার্পেট ও মেঝের আচ্ছাদন

কার্পেট, শতরঞ্জি, পাটি, আলপনা ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায়। উচ্চ ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে কার্পেট বেশি ব্যবহৃত হয়। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারে শতরঞ্জি, পাটি ও আলপনা ব্যবহার করে ঘরকে সজ্জিত করা হয়। এর সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।

সুবিধা

- ঘরের শোভা বা সৌন্দর্য বাড়ায়।
- শীতকালে ঘরে হাঁটাচলায় সুবিধা হয়।
- মেঝেতে কোন ত্রুটি থাকলে তা ঢেকে রাখা যায়।
- শতরঞ্জি ও পাটি ঘরেকে শীতল রাখে।

অসুবিধা

- কার্পেট, শতরঞ্জি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়। কারণ, এতে অনেক ধুলা জমে। এতে সময় ব্যয় হয়।
- রং নষ্ট হলে পুনরায় রং করতে হয় এতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
- আলপনার রং নষ্ট হয়ে গেলে বা উঠে গেলে খারাপ দেখায়। আমাদের দেশের আবহাওয়ার জন্য ভারী ও বড় কার্পেট উপযুক্ত নয়। ছোট কার্পেট, শতরঞ্জি, পাটি মেঝের আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

দেয়ালসজ্জা

দেয়ালকে আকর্ষণীয় করার জন্য আমরা দেয়ালে পারিবারিক ছবি, ব্যক্তিগত ছবি, বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি, দেয়ালঘড়ি, টেরাকোটা, ঝোলানো সোপিস, ধাতব ফলক, সেলাই করা ফুল লতাপাতা বা দৃশ্যের শিল্পকর্ম লাগাই। ছবি বিন্যাসের ফলে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। পারিবারিক ছবি থেকে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধনের আভাস পাওয়া যায়। গ্রাম বাংলার ছবি মনে প্রশান্তির ভাব সৃষ্টি করে।

ছবি বিন্যাস

গৃহসজ্জায় দেয়ালে ছবি বিন্যাসের ভূমিকা অনেক। ছবি জীবনেরই প্রতিরূপ। দেয়ালসজ্জায় পারিবারিক ছবি বন্ধনকে দৃঢ় করে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি শিশুদের চিন্তা চেতনা ও বোধের বিকাশে ভূমিকা রাখে। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনকে প্রশান্তি দেয়। বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি করে ও সদস্যদের রুচিবোধের পরিচয় দেয়।

ছবি টানানোর নিয়ম

দেয়ালে ছবি টানাতে হলে কিছু নিয়ম মানতে হয়। যেমন-

- দেয়ালের আকৃতি অনুযায়ী ছবি নির্বাচন করা উচিত। ছোট দেয়ালে ছোট ছবি, বড় দেয়ালে বড় ছবি টানাতে হয়।
- কক্ষের ব্যবহার অনুযায়ী ছবি বাছাই করা উচিত। যেমন-শয়নকক্ষে পারিবারিক ছবি; বসার ঘরে টেরাকোটা, চিত্রকর্ম; খাবার ঘরে খাবারের ছবি; শিশুর ঘরে পশুপাখি, কার্টুন, ফুল, মণীষীদের ছবি ইত্যাদি।
- ছবি দৃষ্টি বরাবর টানাতে হয়। ছবির উচ্চতা হবে মেঝে থেকে ৫ ফুট হতে ৫$\frac{১}{২}$ ফুট উপরে। শিশুর ঘরের জন্য এ উচ্চতা হবে ৪ ফুট। দেয়ালে বেশি উঁচুতে ছবি টানালে দেখতে অসুবিধা হয়। কক্ষের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।
- ছবি সোজা করে টানাতে হবে। হেলে পড়লে বা বাঁকা হলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়।
- ছবি দরজা-জানালার উচ্চতার বরাবর লাগাতে হবে।
- এক জাতীয় ছবি এক সাথে সামান্য উচুঁ নিচু করে লাগালে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।
- দেয়ালে কোন ত্রুটি থাকলে ছবি দিয়ে ঢেকে রাখা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে পর্দা ও শতরঞ্জির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

গৃহের সৌন্দর্য আরাম ও নিরাপত্তার খাতিরে আসবাবপত্রের সাথে সাথে আনুষঙ্গিক কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয়। যেমন: পর্দা ঘরের আব্রু রক্ষা করে ও নিরাপত্তা বাড়ায়। কার্পেট, শতরঞ্জি, পাটি ও আলপনা ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায়। এসবের নিয়মিত যত্নও নিতে হয়। দেওয়ালে টানানোর জন্য পারিবারিক ছবি ও নানারকম চিত্রকর্ম ব্যবহার করা যেতে পারে। পারিবারিক ছবি, দৃশ্যের ছবি, দেয়ালসজ্জা ইত্যাদি ঘরের সৌন্দয বর্ধন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গৃহে কার্পেট, শতরঞ্জি বা পাটি ব্যবহারের সুবিধা কোনটি?
ক) ঘরের আব্রু রক্ষা করে খ) ঘরের নিরাপত্তা দেয়
গ) শীতকালে হাঁটাচলায় সুবিধা হয় ঘ) ঘরে ধুলা ময়লা কম জমে

২। ঘরে পর্দা লাগানোর প্রয়োজনীয়তা হলো-
i) ঘরের আব্রু রক্ষা করে
ii) নিরাপত্তা দেয়
iii) রোদ ও ধুলাবালি থেকে ঘরকে রক্ষা করে
নিচের কোন উত্তরটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও ii গ) i ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৫ পুষ্পবিন্যাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পুষ্পবিন্যাসের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইকেবানা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।

ফুল সবাই পছন্দ করে। বর্তমানে আমাদের দেশে ফুলের উৎপাদন ও ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফুলের গন্ধ ও রং সবাইকে আকর্ষণ করে। ঘরে ফুলের বিন্যাস ঘরের সৌন্দর্যকে অনেক বাড়িয়ে দেয়।

উৎসব অনুষ্ঠানে ফুলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি, যেমন-জন্মদিন, বিবাহ, গায়ে হলুদ ইত্যাদি। পুষ্পসজ্জার কিছু নিয়ম রয়েছে-

১। **ফুলদানি নির্বাচন :** ফুল সাজানোর জন্য প্রয়োজন ফুলদানির। ফুলদানি বিভিন্ন আকারের হয়। যেমন-গোল, লম্বা, চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি ইত্যাদি। এই ফুলদানি আবার বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়। যেমন-কাঁচ, প্লাস্টিক, মাটি, বাঁশ, চিনামাটি ইত্যাদি। ফুলদানি ছাড়াও ফুল সাজানো যায়। যেমন-গ্লাস, বাটি, প্লেট, ঝুড়ি, শক্ত প্যাকেটে ফুল সাজালেও বেশ সুন্দর দেখায়। ফুলদানির আকার আকৃতি অনুসারে ফুল সাজাতে হয়।

চিত্র ৮.৫.১ : বিভিন্ন ধরনের ফুলদানি

চিত্র ৮.৫.২ : পুষ্পবিন্যাসের নমুনা

২। **ফুলের রং :** পুষ্পবিন্যাসের সময় ফুলের রং ও আকারের দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্পকলার নীতি অনুসরণ করতে হবে।

৩। **ডাল ও লতাপাতা :** পুষ্পবিন্যাসে ডাল ও লতাপাতার ব্যবহার বিন্যাসকে আকর্ষণীয় করে তোলে। ডাল ও লতা পাতার সাথে ২/৪টি বিভিন্ন রংয়ের ফুলের ব্যবহার সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়ে দেয়।

৪। **পুষ্পবিন্যাসের ধরন :** পুষ্প বিন্যাস চার ধরনের হয়। লম্বা, হেলানো, ছাড়ানো ও গুচ্ছ। পুষ্পবিন্যাসের সময় ডাল গাছের বাকল, পাখির পালক, পাথর, রঙিন ফিতা, কাগজ ইত্যাদি ব্যবহার করলে আকর্ষণীয় হয়।

৫। **শিল্পনীতি :** পুষ্পবিন্যাসের সময় শিল্পনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। শিল্পনীতি হচ্ছে প্রাধান্য, ভারসাম্য, মিল, ছন্দ ও সমন্বয়। যেমন-কোন একটি ফুলকে প্রধান্য দিয়ে পুষ্পবিন্যাস করতে হবে। এর পর অন্যান্য ফুল, পাতা, ডাল, রঙিন কাগজ, ফিতা ইত্যাদি ব্যবহার করে শিল্পনীতি অনুসরণ করতে হবে।

৬। **উৎসব ও অনুষ্ঠান :** উৎসব অনুষ্ঠানে ফুলের ব্যবহার বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবাহ, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, ফাল্গুন, একুশে ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও দিবসে অনেক ব্যবহার হয়। অনুষ্ঠান অনুসারে এখন পুষ্পবিন্যাস করতে হয়।

৭। **গৃহে পুষ্পবিন্যাস :** শয়নকক্ষে ড্রেসিং টেবিল, টিভি বা ওয়্যারড্রবের উপর পুষ্পবিন্যাস ঘরের সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়ে দেয়। খাবার টেবিলে এক গুচ্ছ পুষ্প টেবিলের সৌন্দর্য বাড়ায়। টেবিলে ফুল রাখার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে টেবিলের বিপরীত দিকে বসা ব্যক্তির সাথে কথাবার্তায় যেন বাঁধার সৃষ্টি না হয়।

৮। অন্যান্য বিষয় :

- ফুলকে প্রাধান্য দিয়ে পুষ্পসজ্জা করতে হবে।
- ফুলদানিতে পানি দিতে হবে। এতে ফুল তাজা থাকবে।
- প্লেটে বা বাটিতে ফুল সাজানোর সময় পিন হোল্ডার ব্যবহার করতে হবে। পিন হোল্ডার হচ্ছে কাটা যুক্ত ধাতব পাত। এর মধ্যে ফুলের ডাল আটকে থাকে।
- সকালে বা শেষ বিকালে গাছ থেকে ফুল তুলতে হবে।
- যে পাত্রে ফুল সাজানো হবে সে পাত্রে পানির সাথে সামান্য চিনি দিলে ফুল কিছুদিন সতেজ থাকে।
- পানি প্রতিদিন পরিবর্তন করতে হবে।

জাপানি পদ্ধতিতে পুষ্পবিন্যাস

গাছে যেভাবে ফুল থাকে জাপানিরা ঠিক সেভাবে ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে থাকে। জাপানিদের পুষ্পবিন্যাস প্রসিদ্ধ। জাপানে পুষ্পবিন্যাসকে ইকেবানা শিল্প বলা হয়। জাপানিরা পুষ্পবিন্যাসের সময় সর্বোচ্চ ডালকে স্বর্গের প্রতীক হিসেবে দেখে। দ্বিতীয় ডালকে মানুষ এবং তৃতীয় ডালটিকে পৃথিবীর প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে। জাপানিরা পুষ্পবিন্যাসের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে। ইকেবানায় সর্বোচ্চ ডালটি ফুলদানির কেন্দ্র স্থানে থাকে। এই ডালকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ডাল বিন্যস্ত করা হয়। ইকেবানার দ্বিতীয় ডালটির উচ্চতা হয় প্রথম বা সর্বোচ্চ ডালের $\frac{৩}{৪}$ অংশ। তৃতীয় ডালটি দ্বিতীয় ডালের অর্ধেক উচ্চতার।

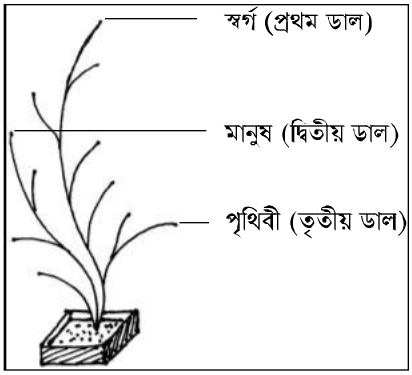

চিত্র ৮.৫.৩ : ইকেবানা

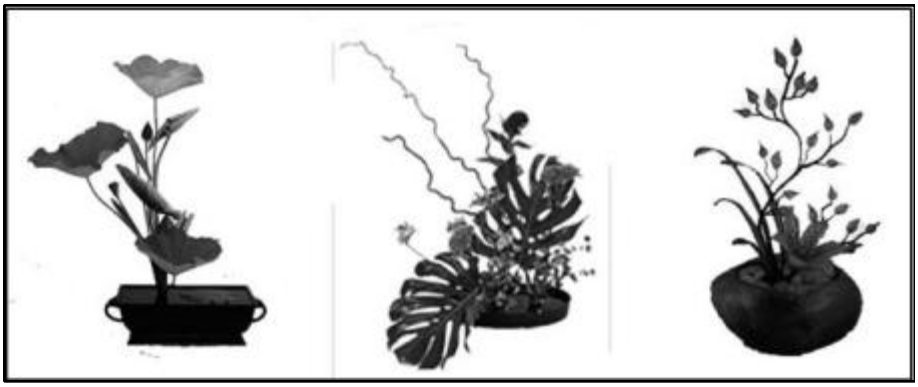
চিত্র ৮.৫.৪ : বিভিন্ন ধরনের ইকেবানা

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার গৃহের কোন কোন স্থানে পুষ্পবিন্যাস করা যায় তা উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

পুষ্পবিন্যাস গৃহের পরিবেশকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে তোলে। বর্তমানে আমাদের দেশে জন্মদিন, বিয়ে, গায়ে হলুদ, পুনর্মিলনী, সেমিনার, সভা, সম্মেলন প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুষ্পসজ্জার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পুষ্পসজ্জার জন্য ফুলদানি নির্বাচন, ফুলের রং বাছাই, ডাল ও লতাপাতার বিন্যাস, পুষ্পবিন্যাসের বিভিন্ন ধরন, শিল্পনীতির প্রয়োগ, উৎসব ও অনুষ্ঠানের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে ভালোভাবে জানা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জাপানি পুষ্পবিন্যাস ইকেবানায় পুষ্পবিন্যাসকে কীরূপে দেখা হয়?
ক) সর্বোচ্চ ডালকে স্বর্গের, দ্বিতীয় ডালকে মানুষ এক তৃতীয় ডালকে পৃথিবীর প্রতীক হিসেবে দেখা হয়
খ) সর্বোচ্চ ডালকে সৃষ্টিকর্তা, দ্বিতীয় ডালকে পৃথিবী এবং তৃতীয় ডালকে মানুষের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়
গ) সর্বোচ্চ ডালকে মানুষ, দ্বিতীয় ডালকে পৃথিবী এবং তৃতীয় ডালকে সৃষ্টিকর্তার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়
ঘ) সর্বোচ্চ ডালকে সৃষ্টিকর্তা, দ্বিতীয় ডালকে পৃথিবী এবং তৃতীয় ডালকে মানুষের প্রতীক হিসেবে দেখা যায়

২। পুষ্পসজ্জায় শিল্পনীতির প্রয়োগ হলো-
i) বিভিন্ন রং এর ফুল নির্বাচন ii) একটি ফুলকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যান্য ফুল, পাতা, ডাল সাজানো
iii) গুচ্ছাকারে ফুল সাজানো
নিচের কোন উত্তরটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিগার সুলতানা তার গৃহের জন্য নতুন আসবাব ক্রয় করেছেন। এতে ঘরের পুরানো পর্দাগুলো বেমানান দেখাচ্ছে। তিনি আসবাবপত্রের সাথে মিলিয়ে নতুন পর্দা বানালেন।
ক) আসবাবপত্র ক্রয়ের বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?
খ) আসবাবপত্র বিন্যাসের ক্ষেত্রে নিগার সুলতানাকে কোন কোন বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হয়?
গ) একটি গৃহে পর্দার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) আসবাবপত্রের সাথে আনুষঙ্গিক সামগ্রীর সামঞ্জস্য ও সমন্বয় প্রয়োজন হয় কেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় লক্ষণীয় বিষয়গুলো কী?
২। বসার ঘরের আসবাবপত্র বিন্যাসের নিয়ম বর্ণনা করুন।
৩। কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের যত্ন নেয়ার পদ্ধতি কী?
৪। বেত ও বাঁশের তৈরি আসবাব রক্ষণাবেক্ষণের বৈশিষ্ট্য কী?
৫। লোহা ও স্টিলের তৈরি আসবাব কীভাবে যত্ন নিতে হয়?
৬। কাঁচ ও ফাইবার গ্লাসের তৈরি আসবাবপত্র এবং কাপড় ও গদির তৈরি আসবাবপত্রের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।
৭। মেঝেতে কার্পেট বা শতরঞ্জি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।
৮। দেয়ালে ছবি বা দেয়ালসজ্জা টানানোর নিয়ম উল্লেখ করুন।
৯। জাপানি পদ্ধতিতে পুষ্পবিন্যাস ইকেবানার বৈশিষ্ট্য লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আসবাবপত্র নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা করুন।
২। একটি শহুরে ফ্ল্যাট বাড়ির আসবাবপত্র বিন্যাস পরিকল্পনা করুন।
৩। পুষ্পবিন্যাসের নিয়ম ও বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.১ : ১। গ, ২। ঘ, ৩। ক, ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.২ : ১। খ, ২। ঘ, ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৩ : ১। ক, ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৪ : ১। গ, ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৫ : ১। ক, ২। খ

ব্যবহারিক

পাঠ-৮.৬ গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করতে পারবেন।

গৃহসজ্জার সামগ্রী প্রস্তুত

কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীরা দেয়ালসজ্জার সামগ্রী প্রস্তুত করবেন।

উপকরণ : রঙিন সুতা, কাগজ, পুঁতি, চুমকি, শামুক, ঝিনুক, কড়ি, পাট, চট বিভিন্ন ধরনের কাপড়, রং, তুলি, কাঠের ফ্রেম, কাঠের গুঁড়া, ডিমের খোসা, ধানের শিষ, খর, নারিকেল ও সুপারির গাছের বাকল, শুকনা যুগল পাতা, দেয়াশলাই ইত্যাদি ব্যবহার করে দেয়ালসজ্জার সামগ্রী তৈরি করবে।

চিত্র ৮.৬.১ : বিভিন্ন ধরনের দেয়ালসজ্জা

- ছোট, বড় যেকোনো মাপের গৃহসজ্জা সামগ্রী প্রস্তুত করে নিজেই পলেথিন দিয়ে বাঁধাই করবেন।

পাঠ-৮.৭ পুষ্পবিন্যাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন ধরনের পুষ্পবিন্যাস করতে পারবেন।

পুষ্পবিন্যাস

শিক্ষার্থীরা গ্রুপ করে বিভিন্ন ধরনের ফুলদানিতে বা পাত্রে (গ্লাস, প্লেট, বাটি) পুস্পবিন্যাস করে দেখাবে। পুস্পসজ্জায় ফুল, লতা, পাতা, ফিতা, বাকল, ডাল, কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করবে।